রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ১৬, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ মোতাবেক ১৬ নভেম্বর, ২০২৬

নিম্নলিখিত বিলটি ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ মোতাবেক ১৬ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ১১৪/২০২৬

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৬৪ এর প্রতিস্থাপন**।—মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ৬৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

মূল্য : টাকা ৮·০০

"৬৪। **দাখিলপত্র পেশ**।—(১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত বা নিবন্ধনযোগ্য বা তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তিকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক কর মেয়াদের জন্য মেয়াদ সমাপ্তির অনধিক ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ১৫ (পনেরো) তম দিবসে সরকারি ছুটি থাকিলে তৎপরবর্তী কার্যদিবসে দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, কোনো সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ব্যাংক, বিমা এবং শূন্য রিটার্ন দাখিলকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর মেয়াদ সমাপ্তির অনধিক ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অন্যান্য বিধানে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জনস্বার্থে, বোর্ড, আদেশ দ্বারা, সুদ ও জরিমানা ব্যতীত, দাখিলপত্র পেশের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) মূসক দাখিলপত্রে সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া উক্ত দাখিলপত্র পেশ করিতে হইবে।

(৪) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, কোনো নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দাখিলপত্র পেশ বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে।"।

৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজ-কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি মাসে বা প্রতি করমেয়াদে দাখিলপত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা শিথিল পূর্বক প্রতি তিন করমেয়াদ বা তিন মাস সমাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করার বিধান প্রণয়ন করা হয়। উক্তরূপ পরিবর্তনের ফলে মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে মর্মে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও করদাতাগণের নিকট হতে লিখিত বক্তব্য পাওয়া গেছে। মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট জটিলতাগুলো নিম্নরূপ:

(১) **রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনিশ্চয়তা:** ৩ মাস পরে রিটার্ন দিলে ভ্যাট ৩ মাস পর জমা প্রদান করা হয়। ভ্যাট প্রতি মাসে সরকারের কোষাগারে জমা না হয়ে ৩ মাস পর পর জমা হলে সরকারের তাৎক্ষণিক নগদ অর্থের সংকট তৈরি হতে পারে;

(২) **আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি:** ৩ মাস পর যখন এককালীন একটি বড় অঙ্কের ভ্যাট পরিশোধের সময় আসবে, তখন অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী (SMEs) যদি সেই অর্থ অন্য ব্যবসায়িক খাতে ব্যবহার করে, তবে তারা একসাথে বড় অঙ্কের ভ্যাট পরিশোধে ব্যর্থ হবেন;

(৩) **ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সংক্রান্ত জটিলতা:** প্রতি মাসে রেয়াত সমন্বয় না করে ৩ মাস পর সমন্বয় করতে গেলে ক্রেতা বা বিক্রেতার রেয়াত দাবির সময়সীমা এবং ইনভয়েস ট্র্যাকিং জটিল হয়ে পড়বে;

(৪) **ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ হ্রাস:** ত্রৈমাসিক পদ্ধতিতে একটি ভুলের প্রভাব দীর্ঘ ৩ মাসের ট্রানজেকশনের ওপর পড়বে, যা উদঘাটন এবং সংশোধন করা সময়সাপেক্ষ ও জটিল হবে;

(৫) **মনিটরিং ও অডিটের সীমাবদ্ধতা**: ৩ মাস পর দাখিলপত্র যখন একসাথে ভ্যাট সার্কেল অফিসগুলোতে জমা পড়বে, তখন সীমিত জনবল দিয়ে এতো বেশি ট্রানজেকশন স্ক্রুটিনি বা অডিট করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে;

(৬) **সুদ হিসেবে জটিলতা সৃষ্টি:** প্রত্যেক কর মেয়াদের নিট প্রদেয় কর সরকারি কোষাগারে জমা না করলে সুদ হিসাবসহ অন্যান্য বিষয়ে জটিলতা তৈরী হবে;

(৭) **A-Challan মডিউল সংশোধন**: বর্তমানে ট্রেজারি চালান না থাকায় A-Challan মডিউল সংশোধন করা প্রয়োজন।

২। পরবর্তীতে প্রতি তিন করমেয়াদ বা তিন মাস সমাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাখিলপত্র পেশের বিধান সংশোধনপূর্বক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা-৬৪ সংশোধন আনয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উক্ত সময়ে সংসদ অধিবেশন চলমান না থাকায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক "মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৩৮ নং অধ্যাদেশ)" বিগত ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারি করা হয়।

৩। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) এর অধীন প্রণীত এবং জারীকৃত উক্ত অধ্যাদেশটি উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) এর বিধান অনুযায়ী জারি হওয়ার পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ৪র্থ অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত "মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) আইন, ২০২৬" এর একটি খসড়া বিলটি মন্ত্রিসভা কর্তৃক নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd